সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রক্রিয়া

নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ

↓

কমপক্ষে ২০ জনকে একত্রিতকরণ

↓

একজন সংগঠক নির্বাচন

↓

এলাকার গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়

↓

সমবায় সমিতির শ্রেণি ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ

↓

আলোচনার মাধ্যমে সমিতির নাম কর্ম ও সভ্য এলাকা নির্ধারণ

↓

অনুমোদিত শেয়ার মূলধন এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ

↓

উপ-আইন প্রণয়ন

↓

ভর্তি ফি, শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়

↓

হিসাবের খাতাপত্র ও রেজিষ্টারসমূহ প্রস্তুতকরণ

↓

সাংগঠনিক সভা আহ্বান এবং প্রস্তাবিত সমিতির যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লিখিতভাবে রেজুলেশন প্রস্তুতকরণ

↓

ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ

↓

নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র প্রস্তুতকরণ

↓

উপজেলা সমবায় অফিস/স্থানীয় সমবায় অফিসে যাবতীয় কাগজপত্র নিবন্ধনের জন্য জমা প্রদান

সমবায় সমিতি নিবন্ধনে যে সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করে দাখিল করতে হবে :

- নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র
- নিবন্ধন ফি জমার চালানের কপি
- সাংগঠনিক সভার সত্যায়িত রেজুলেশন
- জমা খরচ হিসাব
- তিন প্রস্থ উপ-আইন
- আগামী দুই বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
- সরকারী সাহায্য ছাড়া চলতে পারার অঙ্গীকারনামা
- নাগরিকত্ব ও স্থায়ী ঠিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র
- আবেদনকারী সদস্যদের প্রত্যেকের এক কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- উপ-আইন মেনে চলার অঙ্গিকারনামা
- নিবন্ধকের অনুমোদনের জন্য প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রস্তাব

সমবায় সমিতি গঠন করবেন কিভাবে

সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। একটি বিধিবদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় সমিতি সংগঠন ও নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি ও নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে :

- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৮(১)(ক) অনুযায়ী ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন একক ব্যক্তি এবং যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১(খ) অনুযায়ী সদস্য হবার যোগ্যতা হবে কমপক্ষে ১৮ বৎসর।
- সমিতি নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে সকল সদস্যের অংশগ্রহণে সাংগঠনিক সভায় বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সিদ্ধান্তাবলী সত্যায়িত করে নিবন্ধনের জন্য আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- উপজেলা/জেলা সমবায় অফিস থেকে একটি নমুনা উপ-আইন সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই উপ-আইন হবে সমিতি পরিচালনার দলিল। যা সমিতির সদস্যগণ নিজেরাই প্রণয়ন করবেন। এখানে কমপক্ষে ২০ জন সদস্য সহি-স্বাক্ষর করবেন। উপ-আইন অবশ্যই আইন ও বিধিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- বিধি ১২ অনুযায়ী কর্ম এলাকা হতে হবে নিবিড় ও সংলগ্ন। মাঝে একটি এলাকা বাদ দিয়ে অন্য এলাকা নির্ধারণ করা যাবে না।
- বিধি ৫(৩) অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ পরিশোধিত শেয়ার মূলধন থাকতে হবে। প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ মূলধন হবে সাধারণত কমপক্ষে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা। বিধি ১১(ক) অনুযায়ী অন্যূন ০১টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ সমিতিতে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা প্রদান ব্যতীত কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতির সদস্য হবার উপযুক্ত হবেন না।
- সমিতি নিবন্ধনের পূর্বেই জমা খরচ বহি, শেয়ার ও সঞ্চয় রেজিষ্টার, সাধারণ রেজিষ্টার, সদস্য রেজিষ্টার, লোন বা অগ্রিম রেজিষ্টার, রেজুলেশন বহি (সাপ্তাহিক, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সভার বহি), নোটিশ বহি ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। অবশ্যই ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হবে। এ ব্যাপারে বিধি ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী তালিকা অনুসরণ করতে হবে।
- সমবায় বিধি ৫(২) অনুযায়ী সমিতির প্রকৃতি অনুযায়ী ৫০/-, ৩০০/-, ১০০০/-, ৩০০০/- বা ৫০০০/- টাকা নিবন্ধন ফি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে কপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- সাংগঠনিক সভায় সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির (৬/৯/১২ জন সদস্য বিশিষ্ট) একটি প্রস্তাব তৈরী করতে হবে।
- সমিতি নিবন্ধনের জন্য প্রাক-কার্যাদি সম্পাদনের পাশাপাশি সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৫(১) অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন **ফরম-১** পূরণ করতে হবে। প্রত্যেক সদস্য নিজে সকল তথ্য পূরণ করবেন। প্রয়োজনে ছবি ও মোবাইল নম্বর থাকবে।
- কাগজপত্র তৈরী হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসে জমা প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা সমবায় অফিস প্রাপ্ত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাইবাছাই করে সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসারের নিকট নিবন্ধনের জন্য তা প্রেরণ করবে। নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১০, ১১ ও ১২ এবং বিধি ৬ যথাযথভাবে অনুসরণ করবে।
- নিবন্ধন গ্রহণ না করে সমবায় নাম ব্যবহার করে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে তা আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।
- সমিতিটি নিবন্ধন নেয়া অর্থ হচ্ছে সমিতি যে সকল কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যাদি পরিচালনা করতে ইচ্ছুক তার আইনগত অনুমোদন নেয়া। উপ-আইন সম্পর্কে সকল সদস্যের ধারণা থাকা আবশ্যক এবং সকল সদস্যের জ্ঞাতার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও গ্রহণ করা দরকার। সমিতি নিবন্ধনের পূর্বে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। সমবায় সমিতি গঠন করে সার্থকভাবে টিকে থেকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে গতিশীল ভূমিকা রাখতে হবে।